শান্তি ও সফলতার চাবিকাঠি

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب

صلى الله تعالى على محمد

ড. এ.এস.এম ইউসূফ জিলানী

শান্তি ও সফলতার চাবিকাঠি

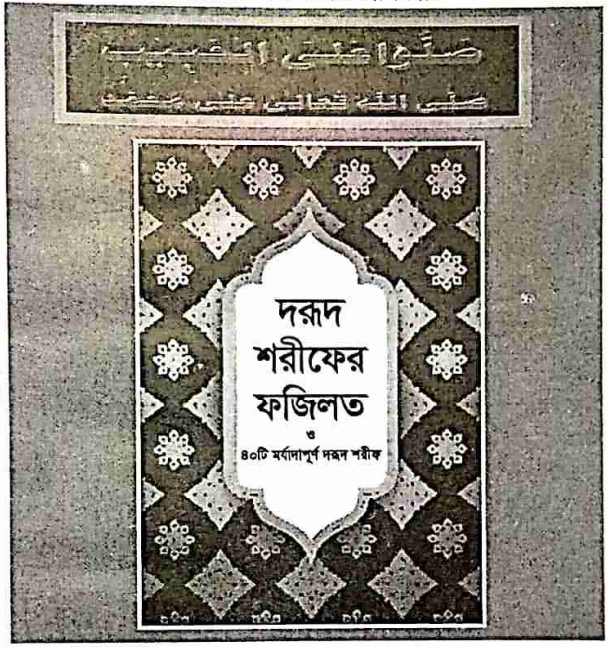


ড. এ.এস.এম ইউসুফ জিলানী

PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

# দরূদ শরিফের ফযিলত
# ও
# চল্লিশটি মর্যাদাপূর্ণ দরূদ শরীফ

ড. এ.এস.এম ইউসূফ জিলানী

এম. এ, এম. এম, পি- এইচ. ডি
পরিচালক, ইসলামিক রিসার্চ একাডেমি, ঢাকা।
সহকারি অধ্যাপক (সাবেক)
আল-হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

ইসলামিক রিসার্চ একাডেমি

PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

# দরূদ শরিফের ফযিলত

ড. এ.এস.এম ইউসূফ জিলানী

গ্রন্থস্বত্ব: লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৪
পঞ্চম প্রকাশ : নভেম্বর ২০১৮

পৃষ্ঠাপোষক : আলহাজ্ব শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল হক

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : আলহাজ্ব সরওয়ার হোসাইন আজিজ
আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল মোতালেব

প্রকাশনা সহযোগী : আবদুল্লাহ রশিদ জুবাইর (আমেরিকা), আলহাজ্ব মুহাম্মদ ফরিদ উদ্দীন মাসউদ, আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল রেজভী, মুহাম্মদ সরওয়ার আলম (লন্ডন), মুহাম্মদ আবদুল হালিম (ইতালি), হাফেজ মুহাম্মদ ফখরুদ্দিন (দুবাই), জনাবা সুলতানা আনিস, জনাবা শরীফাতুন নেসা।

প্রকাশক : ইসলামিক রিসার্চ একাডেমির পক্ষে
আলহাজ্ব মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক, গাউছিয়া কমিটি মদিনা শরীফ।

মূল্য : ৫০ টাকা

DARUD SARIFER FAJILOT by Dr. A.S.M Yousuf Jilany
Published in Bangladesh by Islamic Research Academy
e-mail: ira@gmail. com, 01827 8 54 492.
Price : 50, Dollar : $ 2

## সূচিপত্র


| ক্র:নং | বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ০১ | ভূমিকা | ০৭ |
| ০২ | দরূদ শরিফের ফযিলত | ০৯ |
| ০৩ | দরূদ শরিফ পাঠে অলসতার পরিণতি | ১৪ |
| ০৪ | কখন দরূদ পড়বেন? | ১৫ |
| ০৫ | দরূদ শরিফের ফযিলত, মর্যাদা ও গুরুত্ব | ১৫ |
| ০৬ | দরূদ শরিফের দশটি কারামত- | ১৭ |
| ০৭ | দরূদ শরিফের উপকার ও সওয়াব | ১৮ |
| ০৮ | যে সময় দরূদ শরিফ পাঠ করা উত্তম | ২৪ |
| ০৯ | চল্লিশটি মর্যাদাপূর্ণ দরূদ শরীফ | ২৮ |
| ১০ | উপসংহার | ৪৮ |


PDF by (Masum Billah Sunny)
1500 Sunni Books on
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ভূমিকা

الحمد الله رب العالمين والصلوة و السلام علي سيد المرسلين وعلي اله واصحابه اجمعين-

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত-সালাম বা দরূদ শরিফ পাঠ অতীব গুরত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ একটি ইবাদত। এ আমলের মাধ্যমে এক সাথে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জিত হয়। এর গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَي النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেস্তাগণ নবীর উপর সালাত পড়েন হে ইমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি সালাত পাঠ করো আর যথাযথভাবে সালাম পেশ করো।[১]

---

[১] সূরা আহযাব, ৫৬:৩৩।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাত ও সালাম পেশ করার নির্দেশ দান করেছেন। তবে অন্যান্য নির্দেশের তুলনায় এ নির্দেশের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর তা হচ্ছে, এটা এমন একটা কাজ যা তিনি নিজেও করেন এবং তাঁর ফেরেস্তারাও করেন।

ইমাম তাবারি বলেন, আল্লাহ তায়ালা প্রিয় নবীর উপর সালাত প্রদান করেন অর্থ: তিনি তাঁর নবীকে সর্বোত্তম মর্যাদা প্রদান করেন, বরকত দান করেন, তাঁর সুপ্রসংশা ও মর্যাদা বিশ্ববাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেন। আর ফেরেস্তাগণ সালাত প্রদান করেন অর্থ: তাঁরা তার জন্য এগুলোর প্রার্থনা করেন।[২]

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীর শান-মান ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। আর শানে মুস্তফা ﷺ বর্ণনা করা তাঁর নিজের এবং তাঁর ফেরেস্তাদের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন। আর কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মুসলমানকেও প্রিয় নবীর শান-মান ও মর্যাদা বর্ণনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

[২] তাবারি, আত্-তাফসির, ২২: ৪৩, ইবনে কাসির, তাফসিরে কুরআনিল আজিম, ৩: ৪৮৬-৪৮৭।





রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত ও সালাম পাঠের বহু ফযিলত রয়েছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই বলেছেন:

১. হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا -

তোমরা আমার উপর দরূদ পড়ো। কারণ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশবার রহমত নাজিল করেন।[৩]

২. হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً -

কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করবে আমার ঐ উম্মত, যে আমার উপর বেশি দরূদ পাঠ করবে।[৪]

৩. হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

[৩] মুসলিম, সহিহ, হা. ন.-৪০৮, তিরমিযি, সুনান হা. ন.-৪৮৫, ইবনে হাব্বন, সহিহ, হা. ন.-৯০৬, আহমদ, মুসনাদ, ৩:৩৭২।

[৪] তিরমিযি, সুনান, হা. ন.-৪৮৪, ইবনে হাব্বন, সহিহ, হা. ন.-৯১১।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

اكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة فان صلاة امتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن اكثهم علي صلاة كان اقربهم مني منزلة-

প্রতি জুমার দিন আমার উপর বেশি করে দরূদ পাঠ করো। কেননা, আমার উম্মতের দরূদ প্রতি জুমাবার আমার কাছে পেশ করা হয়। আর আমার ঔ উম্মতের মধ্যে কেয়ামতের দিন সে আমার সবচেয়ে বেশি নৈকট্য লাভ করবে যে আমার উপর বেশি দরূদ পাঠ করবে।[৫]

৪. হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْراً صلوات وَحُطَّتْ عنهُ عَشر له عشر درجَات-

যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত নাজিল করবেন। তার দশটি গুনাহ মাফ করবেন এবং দশটি মর্যাদা বা পদবি বৃদ্ধি করবেন।[৬]

৫. হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) হতে বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ'র খেদমতে নিবেদন করলাম, আমি চাই আপনার উপর

[৫] হায়ছমি, সুনানুল কুবরা, ৩:২৪৯, আলফেরদৌস বেমাসূরিল খিতাব, হা. নং-২৫০।
[৬] মুসলিম, সহিহ, ১:১৭৫।



বেশি দরূদ পড়তে, আপনি আমায় বলুন, আমি আমার দোয়ার মধ্যে কতো অংশ আপনার উপর দুরূদ পড়বো? বললেন, যতো ইচ্ছা, আমি আরজ করলাম, পুরো দিনের এক চতুর্থাংশ? তিনি বলেন, যতো চাও, যদি বেশি করো তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম। আমি আরজ করলাম, পুরো দিনের অর্ধেক সময়? বললেন, যতো ইচ্ছা আর যদি বেশি করো তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম। আমি আরজ করলাম, দুই তৃতীয়াংশ। বললেন, যতোই চাও আর যদি বেশি করো তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম হবে। তিনি বললেন, যদি আমি জরুরি ইবাদত ছাড়া আমার দোয়ার পুরোটা সময়ই দুরূদের জন্য নির্দিষ্ট করি? তখন প্রিয় নবী বললেন:

اذ تكفي همك ويغفر لك ذنبك-

যদি তুমি এমনটি করো তাহলে এটা তোমার সকল চিন্তা ও প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হবে। আর তোমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৭]

৬. হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জিব্রাইল আমার সাথে সাক্ষাৎ করে আমাকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন,

مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ -

[৭] তিরমিযি, সুনান, হাদিস নং ২৪৫৭। আহমদ, মুসনাদ, ৫:১৩৪, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ১০:১৬০।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

যে ব্যক্তি আপনার উপর দরূদ পড়বে আমি তার উপর রহমত নাজিল করবো আর যে আপনার উপর সালাম আরজ করবে আমি তার উপর শান্তি বর্ষণ করবো। এ সংবাদ শুনে আমি কৃতজ্ঞতার সিজদা করলাম।[৮]

৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً-

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর একবার দরূদ শরিফ পাঠ করে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর ফেরেস্তারা তার উপর সত্তরবার রহমত বর্ষণ করেন।[৯]

৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

من صلي علي عند قبري سمعته ومن صلي علي نائبا ابلغته (اعلمته)

যে ব্যক্তি আমার কবরে দাঁড়িয়ে দরূদ পড়ে আমি তা সরাসরি শ্রবণ করি। আর যে দূর থেকে পড়ে তাও আমার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।[১০]

৯. হযরত ওমর বিন খাত্তাব বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

[৮] মুসতাদরাক, ১:৫৫০ (পুরাতন সং), হা.ন. ২০১৮ (নতুন সং), কানযুল উম্মাল, ১:৪৯১।
[৯] তিরমিযি, সুনান, ২:১৮৫।
[১০] বায়হাকি, শুয়াবুল ইমান,২:২১৮।



ان الدعاء موقوف بين السماء والارض لا يصعد منه شيء حتي تصلي علي نبيك صلي الله عليه وسلم-

'দোয়া আসমান ও জমিনের মধ্যখানে ঝুলে থাকে উপরে পৌঁছে না, যতোক্ষণ আমার উপর দরূদ পাঠ করা না হয়।[১১]

১০. হযরত আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ان لله تبارك وتعالي ملكا اعطاه اسماع الخلائق فهو قائم علي قبري اذا مت فليس احد يصلي علي صلاة الا قال يا محمد صلي عليك فلان ابن فلان قال فيصلي الرب تبارك وتعالي علي ذالك الرجل بكل واحدة عشرا-

নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা এক ফেরেস্তাকে সকল সৃষ্টির শ্রবণ শক্তি দান করেছেন আর যখন আমার ওফাত হবে তখন সে কিয়ামত পর্যন্ত আমার কবরে দাঁড়িয়ে থাকবে। অতএব, আমার উম্মতের মধ্যে যে-ই উম্মত আমার উপর বেশি দরূদ পড়বে ঐ ফেরেস্তা তার ও তার পিতার নাম নিয়ে বলবে, হে মুহাম্মদ ﷺ! অমুক অমুক ব্যক্তি আপনার উপর দরূদ পড়েছেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তার প্রত্যেক দরূদের বদলে তার উপর দশবার রহমত নাজিল করবেন।[১২]

[১১] তিরমিযি, সুনান, ১:১১০।
[১২] বাজ্জার, মুসনাদ, হা. ন. ৩১৬২, ৩১৬৩, হায়ছমি, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ১০:১৬২।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

رغمَ انفُ رجلٍ ذكرتُ عنده فلم يصلِّ عليَّ

হতভাগা সে ব্যক্তি যার কাছে আমার কথা স্মরণ করা হলো অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়লো না।[১৩]

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

ان جبريل اتاني فقال... من ذكرت عنده فلم يصلِّ عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل: امين، قلت امين.

জিবরাইল আমার কাছে এসে বললেন, ... যার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করা হলো অথচ সে আপনার উপর দরূদ পড়লো না ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করলো তাকে যেন আল্লাহ দূর করে দেন। আপনি বলুন, তখন আমি আমিন বললাম।[১৪]

হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত একটি হাদিসে আছে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

[১৩] তিরমিযি, ২: ১৯৪।

[১৪] ইবনু হিব্বান, আস-সাহিহ, ৩: ১৮৮, মাওয়ারিদুয যামআন, ৬: ৩৪৮-৩৪৯।



من ذكرت عنده فخطئ الصلاة عليَّ خطئ طريق الجنة-

যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হলো অথচ সে আপনার উপর দরূদ পড়তে ভুলে গেলো, সে জান্নাতের পথ ভুলে গেলো।[১৫]

উল্লেখ্য যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের সালাত ও সালামের মুখাপেক্ষী নন। এর কারণ, তিনি নিজেই রাহমাতুল্লিল আলামিন সমগ্র মাখলুকাতের জন্য তিনি রহমত। আমাদের সালাত ও সালাম পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে সম্মানিত করা, তাজিম করা, তাঁকে ভালোবাসা, তাঁর নৈকট্য লাভ করা ও তাঁর নাম চর্চা করা। তাঁর এ অনন্য সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ তায়ালাই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সালাত ও সালাম পাঠানোর বিনিময়ে অগণিত যে প্রাপ্তি, তা আমাদের নিজেদেরই। বস্তুত প্রিয় নবীর ভালোবাসা ও নৈকট্য অর্জনই আমাদের একমাত্র লক্ষ ও উদ্দেশ্য যা ইমানের মূল।

**কখন দরূদ পড়বেন?**

কোনো স্থানে যখনই রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করা হবে তখন তাঁর উপর সালাত-সালাম পাঠ করা ওয়াজিব। এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরাম হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ হাদিসটি দলিল হিসেবে পেশ করেন:

হযরত আনাস হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: من ذكرت عنده فليصل عليَّ

[১৫] তাবরানি, মুজামুল কবির, ৩: ১২৮, হা. নং ২৮৮৭।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

যার সামনে আমার স্মরণ করা হয় তার কর্তব্য আমার উপর বেশি দরূদ শরিফ পড়া।[১৬]

এ ছাড়া যে কোনো সময় ঐকান্তিকভাবে সালাত ও সালাম পাঠ করা অগণিত রহমত, বরকত বর্ষণ ও সওয়াবের কাজ এবং সর্বোত্তম ও সর্বোৎকৃষ্ট কাজ।

**দরূদ শরিফের ফযিলত, মর্যাদা ও গুরুত্ব**

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর হাবিবের নৈকট্য লাভ করতে চায় তার জন্য কয়েকটি কারণে দরূদ শরিফ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। এর ফযিলত ও মর্যাদাও অনেক। উপরে এ সম্পর্কিত কিছু হাদিস উল্লেখ করা হয়েছিলো। নিম্নে এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরা হয়েছে। যেগুলো বিভিন্ন হাদিস শরিফে এসেছে।[১৭]

১. দরূদ শরিফের দ্বারা আল্লাহর প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর নৈকট্যধন্য বান্দাদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার দরবারে উসিলা তালাশ করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন-'তোমরা আল্লাহর নিকট উসিলা তালাশ করো'। প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে আল্লাহর নৈকট্যশীল ও বড় উসিলা আর কেউ নেই।

---

[১৬] তাবরানি, আল মুজামুল আওসাত, হা.ন. ১৮৫৬, (নতুন সং), কানযুল উম্মাল, হা. ন.-২২৪৩। মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, ১:১৩৬

[১৭] এ সম্পর্কে হাদিসগুলোর সূত্র ও অন্যান্য বিষয়গুলোর বিস্তারিত জানতে আমার লিখিত দরূদ শরিফের ফযিলত কিতাবটি দেখা যেতে পারে।



২. আল্লাহ তায়ালা তাঁর হাবিবের শান-মান, শরাফত, কারামাত, ফযিলত, মর্যাদা, মাহাত্ম্য ও বুজুর্গি প্রকাশের জন্য আমাদেরকে দরূদ শরিফের নির্দেশ দিয়েছেন ও উৎসাহিত করেছেন। দরূদ পাঠকারীকে সর্বোত্তম প্রতিদান ও অসীম সওয়াব প্রদান করার ওয়াদা করেছেন। সুতরাং এটা অত্যন্ত বরকতময়, মর্যাদাশীল ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং কার্যকরী আমল। আর এটা সর্বোত্তম বাণী, পবিত্র ব্যবস্থাপত্র, অত্যন্ত উপকারী ও বরকতে পূর্ণ একটি ইবাদত। এর বদৌলতে পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও ভালোবাসা অর্জন করা যায়। এর মাধ্যমে দোয়া কবুল হয়, রহমত ও বরকত নাজিল হয়, সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া যায়, হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ হয়, কুটিলতা দূর হয়, পাপ মার্জনা করা হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং ইহকাল ও পরকালীন কল্যাণ সাধিত হয়।[১৮]

**দরূদ শরিফের দশটি কারামত**

১. আল্লাহ তায়ালার রহমত নাজিল হয় ২. প্রিয় নবীর শাফায়াত লাভ হয় ৩. ফেরেস্তাদের অনুসরণ করা হয় ৪. মুনাফিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধাচরণ করা হয় ৫. সকল গুনাহ ও অপরাধ মার্জনা করা হয় ৬. সকল হাজত ও অভাব দূর হয় ৭. জাহির-বাতিন নূরাণি হয় ৮. জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ৯. জান্নাতে প্রবেশ করা যায় এবং ১০. পরম করুণাময় দয়ালু ও ক্ষমাশীল আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম বা শান্তি নাজিল হয়।[১৯]

---

[১৮] ইমাম আলরামা মাহদি ফাসি, মুতালেউল মুসাররাত, পৃ. ৭০।

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ.৭০।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.co

## দরূদ শরিফের উপকার ও সওয়াব

১. আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মান্য করা হয় ২. আল্লাহর রহমত নাজিল হয় ৩. ফেরেস্তাদের অনুসরণ হয় ৪. দশটি দরজা বুলন্দ হয় ৫. আমলনামায় দশটি নেকি লেখা হয় ৬. দশটি গুনাহ মাফ হয় ৭. দোয়া কবুল হয় ৮. প্রিয় নবীর শাফায়াত লাভ হয় ৯. পাপ মার্জনা করা হয় ও দোষত্রুটি গেপন করা হয় ১০. সকল অভাব দূর করা হয় ১১. প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য অর্জিত হয় ১২. দরূদ শরিফ সাদকার স্থলাভিষিক্ত হয় ১৩. সকল হাজত পূরণ হয় ১৪. অন্তর প্রফুল্ল থাকে ১৫. মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত হয় ১৬. কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ১৭. দরূদ পড়লে বিস্মৃত জিনিস মনে পড়ে ১৮. মজলিসের পবিত্রতা রক্ষা হয় আর কিয়ামত দিবসে এ মজলিস আফসুসের কারণ হবে না ১৯. দারিদ্রতা দূর হবে ২০. প্রিয়নবীর নাম শোনে দরূদ পড়লে কৃপণতা থেকে দায়মুক্ত হবে ২১. তাঁর নাম মুবারক শোনে দরূদ না পড়া ব্যক্তির জন্য প্রিয় নবী 'হতাশ' ও 'ক্ষতিগ্রস্থ' বলে যে (বদ)দোয়া করেছেন তা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। ২২. দরূদ পাঠকারীকে দরূদ জান্নাতের দিকে নিয়ে যাবে আর পরিত্যাগকারীকে এ থেকে দূরে নিক্ষেপ করা হবে ২৩. এর মাধ্যমে মজলিসের ঔ দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত থাকা যাবে যা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর হাবিবের যিকর না করার কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে ২৪. এটা ঐ বাক্যের পরিপূর্ণতার নিদর্শন যা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও প্রিয়নবীর উপর পাঠ করার দ্বারা শুরু করা হয় ২৫. দরূদ শরিফ পাঠের মাধ্যমে পুলসিরাতের উপর নিরাপদে গমন করা যায় ২৬. এর মাধ্যমে মানুষ অনাচার ও সীমালংঘন থেকে বের হয়ে আসে ২৭. আল্লাহ তায়ালা দরূদ পাঠকারীর উত্তম প্রশংসা আসমান ও



জমিনের মধ্যখানে ঢেলে দেন ২৮. আল্লাহ তায়ালার রহমত ও ২৯. বরকত নাজিল হয় ৩০. প্রিয়নবীর মহব্বত-ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় ও স্থায়িত্ব লাভ করে, আর এটা ঐ বিষয় যা ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ হয় না ৩১. এর দ্বারা বান্দার হেদায়ত লাভ হয় ও হৃদয় জীবিত হয় ৩২. প্রিয়নবীর ভালোবাসায় অটল থাকা যায় ৩৩. প্রিয় নবীর সাধারণ হক আদায় ও আল্লাহ তায়ালার নি'মাতের নুন্যতম শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যম হয় ৩৪. দরূদ শরিফ আল্লাহ তায়ালার যিকির, নি'মাত এবং তাঁর অনুগ্রহ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিচায়ক ৩৫. দরূদ বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহ তায়ালার দরবারে সর্ববৃহৎ দোয়া ৩৬. এর মাধ্যমে প্রিয় নবীর নূরানি সুরত অন্তর ও মস্তিষ্কে অংকিত হয়ে যায় ৩৭. অধিক দরূদ পাঠকারী ও শিক্ষাপ্রদানকারী কামিল শায়খের স্থলাভিষিক্ত হয়ে যায়।[২০]

হযরত আল্লামা সাখাবি (র.) বলেন: ১. আল্লাহ পাক স্বয়ং নিজের তাঁর হাবিবের উপর দরূদ পড়েন। ২. ফেরেস্তারা দরূদ পাঠ করেন। ৩. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের প্রতি দরূদ পাঠ করেন। ৪. দরূদ শরিফ গোনাহের কাফফারা হয়। ৫. পাঠকের আমল পবিত্র হয় ৬. মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং মান-সম্মান সমুন্নত হয়। ৭. দরূদ পাঠকের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। ৮. দরূদ শরিফ তার পাঠকের জন্য ক্ষমা প্রার্থী হয়। ৯. ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ সওয়াব লেখা হয়। ১০. আমলনামা অনেক বড় পাল্লায় ওজন করা হয়। ১১.

---

[২০] ইমাম আল্লামা মাহদি ফাসি, মুতালেউল মুসাররাত, পৃ.৭০-৭১।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

যারা দোয়া করার পবিবর্তে দরূদ শরিফ পাঠ করেন তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সকল চিন্তা দূর করে দেয়া হয়। ১২. তাদের আমলনামা থেকে গুনাহসমূহ মুছে দেয়া হয়। ১৩. গোলাম আজাদ করা থেকে তাদের সওয়াব বেশি হয়। ১৪. ভয়ভীতি থেকে তারা নিরাপদ থাকে। ১৫. দরূদ পাঠকের জন্য কিয়ামতের দিন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শাফায়াতকারী ও সাক্ষী হন। ১৬. তাদের জন্য শাফায়ত ওয়াজিব হয়। ১৭. আল্লাহ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তারা রহমতপ্রাপ্ত হবে। ১৮. আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে নিরাপদে থাকেন। ১৯. কিয়ামতের দিন আরশের নিচে ছায়া পাবেন। ২০. কিয়ামতের দিন তাদের আমলসমূহ ওজন করার সময় নেক আমলের পাল্লা ভারী হবে। ২১. দরূদ পাঠকারী হাউজে কাউসারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পাবেন। ২২. কিয়ামতের দিন ভীষণ পিপাসার কষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবেন। ২৩. জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদে থাকবেন। ২৪. পুলসিরাতের উপর দিয়ে নিরাপদে পার হবেন। ২৫. মৃত্যুর পূর্বেই জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নিবেন। ২৬. জান্নাতে একাধিক হুর-স্ত্রী লাভ করবেন। ২৭. আল্লাহর রাস্তায় বিশবার জিহাদ করার চেয়েও বেশি সওয়াব পাবেন। ২৮. গরিবের অর্থের অভাবে দান-সাদকা না করার কারণে যে ক্ষতি হয় এবং দান সদকার যে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে হয়–সে ক্ষতি পুষিয়ে দেয়া হবে। ২৯. দরূদ শরিফ যাকাতের মতো পাঠকারীকে পবিত্র করে দেয়। ৩০. দরূদ শরিফ পাঠ করলে ধন-সম্পদে বরকত হয়। ৩১. দরূদ শরিফের বরকতে একশত অভাব পূর্ণ হয়। ৩২. দরূদ শরিফ পাঠ করার দ্বারা ইবাদতের মতো সওয়াব হয়। ৩৩. সকল আমলের চেয়ে আল্লাহর কাছে দরূদের আমল বেশি প্রিয়। ৩৪. দরূদ শরিফ মজলিসকে



সৌন্দর্য ও বৈশিষ্টময় করে তুলে। ৩৫. অভাব অনটন দূর করে ও রুজি বৃদ্ধি করে। ৩৬. দরূদ শরিফ পাঠকারীকে নেক আমলের তওফিক দেয়া হয়। ৩৭. কিয়ামতের দিন দরূদ পাঠক প্রিয় রাসূলের অত্যন্ত নিকটে অবস্থান করবেন। ৩৮. যারা দরূদ শরিফ পাঠ করে তারা ও তাদের পরবর্তী সন্তানেরাও এর বরকত ও উপকার পেতে থাকবে। ৩৯. দরূদ শরিফ পাঠ করে যাদের উপর ইসালে সওয়াব করেন তারাও উপকৃত হবে। ৪০. তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকটতম ও প্রিয় পাত্র হবেন। ৪১. দরূদ শরিফ হলো নূর। ৪২. দরূদ শরিফ পাঠ করার দ্বারা শত্রুর উপর বিজয়ি হওয়া যায়। ৪৩. অন্তর মুনাফেকি থেকে মুক্ত থাকে। ৪৪. অন্তরের ময়লা দূর হয় ৪৫. দরূদ শরিফ পাঠ করলে মানুষের অন্তরে নবীজির প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ৪৬. দরূদ শরিফ বরকতময় ও উত্তম আমলগুলোর অন্যতম। ৪৯. দ্বীন ও দুনিয়ার সকল আমল থেকে বেশি উপকারি। ৫০. যে জ্ঞানী ব্যক্তি অনেক বেশি সওয়াব অর্জন করতে আগ্রহী ও বেশি সওয়াব জমা করে রাখতে চায় এবং সওয়াবের ফলও বেশি ভোগ করতে চায় তার জন্য দরূদ শরিফ পাঠ করা সর্বোত্তম আমল।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দেস দেহলভি (র.) এ প্রসঙ্গে আরো যুক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন:

৪০. দরূদের মাধ্যমে প্রিয় নবীর দিদার লাভ হয় ৪১. কিয়ামতের দিন সবার পূর্বে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হবে ৪২. প্রিয় নবী ﷺ দরূদ পাঠকারীর জিম্মাদার হবেন ৪৩. সমস্ত কুকর্মের কাফ্ফারা হয় ৪৪. রোগ আরোগ্য অর্জিত হয়, ভয় ভীতি কাছে আসে না ৪৫. শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ হয় ৪৬. আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও রাসূলের



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

ভালোবাসা অর্জিত হয় ৪৭. আল্লাহ ও ফেরেস্তাদের রহমত বর্ষিত হয় ৪৮. আমল ও ধন সম্পদ বৃদ্ধি পায় ৪৯. মৃত্যুযন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ৫০. পার্থিব ধন-সম্পদ ধ্বংস ও কালের সংকট থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ৫১. জুলুম-নির্যাতন থেকে নিরাপদ থাকা যায় ৫২. পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় নূরের আধিক্য হয় ৫৩. নিমিষেই পুলসিরাত অতিক্রম করা যায় ৫৪. অন্তরে প্রিয়নবীর ভালোবাসা সৃষ্টি হয় ৫৫. দরূদ পাঠকারীর প্রতি সাধরণ মুমিনের ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় ৫৬.কিয়ামতের দিন দরূদ পাঠকারীর সাথে নবীজির সাথে মোসাফাহা করার সৌভাগ্য লাভ হবে ৫৭. ফেরেস্তাগণের মারহাবা অর্জিত হয় ৫৮.টহলদানকারী ফেরেস্তাগণ কর্তৃক নবীজির দরবারে দরূদ পৌঁছানো হয় ৫৯. নবীজির দরবারে দরূদ পাঠকারীর নাম ও তার পিতার নাম উল্লেখ করা হয়। ৬০. ফেরেস্তাগণ তিনদিন পর্যন্ত গুনাহ লিপিবদ্ধ করা থেকে বিরত থাকেন ৬১. দরূদ শরিফ মানুষকে পশ্চাদ নিন্দা থেকে বিরত রাখে ৬২. দরূদের কারণে কিয়ামত দিবসে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় পাওয়া যাবে ৬৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বান্দার ক্ষমা প্রার্থনা পছন্দ করেন। বান্দা যখন রাসূলের মাধ্যমে প্রার্থনা করে তখন অবশ্যই সে তার পূর্ণ প্রতিদান পাবে ৬৪. দরূদের মাধ্যমে আল্লাহর যিকির অর্জিত হয়। ৬৫. দরূদ শরিফ পাঠকারীকে দশজন গোলাম আজাদ করার ও বিশটি জিহাদে অংশগ্রহণের সমতুল্য সওয়াব দান করা হয়। ৬৬. দরূদ পাঠকারীর দোয়া কবুল হয়। ৬৭. রাসুলে আকরাম ﷺ তার পক্ষে (দরূদ পাঠকারীর) সাক্ষ্য দান করেন ও তার জন্য সুপারিশ করবেন। ৬৮. দরূদ পাঠক কিয়ামতের দিন বেহেস্তের দরজায় নবীজির পাশে থাকবেন। ৬৯. তাঁর কাছে সর্বাগ্রে পৌছে যাবেন। ৭০. আর নবীজি কিয়ামতের দিন তার (দরূদ



পাঠকারীর) সমুদয় দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। ৭১. দরূদ পাঠকারীর মুশকিল আসান হয়, ৭২. যাবতীয় আশা-আকাঙ্খা পূরণ হয়। ৭২. দরূদ শরীফের বরকতে ফরজ নামাজ কাযার কাফ্ফারা হয়। ৭৩. দরূদের বরকতে বালা মুসিবত দূর হয়, রোগ মুক্তি ও ভয়ভীতি দূর হয় ৭৮. দরুদের বরকতে আমল ও ধনসম্পদ পবিত্র হয় এবং বৃদ্ধি পায়। ৭৯. অন্তর পবিত্র ও পরিস্কার হয় এবং জীবন যাত্রা সুখের হয়। ৮০. আর্থিক উন্নতি আর্জিত হয়। ৮১. সব কিছুর উপর বরকত নাজিল হয় এমন কি দরূদ পাঠকের সন্তান সন্ততির উপর পরবর্তী চার স্তর পর্যন্ত এ বরকত নাজিল হতে থাকে। ৮২. কিয়ামতের ভয়াবহ সংকট থেকে মুক্তি লাভ হয়। ৮৩. মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালীন কষ্ট লাঘব হয়। ৮৪. কৃপণতা, জুলুম ও বদদোয়ার পরিণতি থেকে মুক্তি লাভ হয়। প্রিয় নবীর বাণী- 'যে ব্যক্তি আমার নাম উচ্চারিত হওয়ার সময় আমার ওপর দরূদ পাঠ করে না সে কৃপণ, সে যেনো আমার উপর জুলুম করলো, তার নাক ভূলুণ্ঠিত হোক', এ বলে যে বদ-দোয়া করা হয়, দরূদ শরিফ পাঠে এ বদ-দোয়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ৮৫. যে মজলিসে দরূদ পাঠ করা হয়, সে মজলিশ পবিত্র হয় এবং সে মজলিশে উপবেশকারীকে আল্লাহ তায়ালার রহমতের ফেরেস্তা ঘিরে রাখে। ৮৬. পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় তাদের চতুর্দিকে নূর উদ্ভাসিত হয়, যার কারণে তারা দ্রুত পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারবে। কিন্তু যারা দরূদ পড়ে না তাদের এ সৌভাগ্য লাভ হবে না। ৮৭. ফেরেস্তাগণ দরূদ শরিফ সোনার কলমের দ্বারা লিপিবদ্ধ করে রূপার পাত্রে রাখেন আর তার জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করেন। ৮৮. তিনদিন পর্যন্ত দরূদ পাঠকারীর গুনাহ লেখা থেকে বিরত থাকেন। ৮৯. তার নেকির পাল্লা ভারী হবে। ৯০. দরূদ শরিফ পাঠকারী



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

কিয়ামতের দিন তৃষ্ণার্ত হবেন না। ৯১. জান্নাতে অনেক হুর লাভ করবেন।[২১]

**যে সময় দরূদ পাঠ করা উত্তম**

১. ওযু ও তায়াম্মুমের পর।
২. অপবিত্রতাজনিত গোসল যেমন হায়েয-নেফাস ইত্যাদি ফরয গোসলের পর।
৩. নামাযের মধ্যে এবং নামাযের পর,
৪. নামাযের পূর্বে ইকামতের সময়,
৫. সকাল ও সন্ধায়,
৬. নামাজে তাশাহুদের পর দরূদ পাঠ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।
৭. দোয়ায়ে কুনুতের মধ্যে,
৭. তাহাজ্জুদের নামাজে দাঁড়ানোর সময়,
৮. তাহাজ্জুদের নামাজের পর,
৯. মসজিদে যাওয়ার সময়,
১০. মসজিদ দৃষ্টিগোচর হলে,
১১. মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়,
১২. আজানের জওয়াব দানের পর,
১৪. জুমার দিনে ও জুমার রাতে,
১৫. সপ্তাহ'র রবি, সোম ও মঙ্গলবারে,
১৬. জুমার খোতবায়,
১৭. দু'ঈদের খোতবায়,

[২১] শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভি (র.), জজবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব, পৃ.৩৪৯-৫০।



১৮. ইস্তেসকার নামাজে,
১৯. চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য গ্রহণের সময়,
২০. চন্দ্র-সূর্যগ্রহণের নামাজে,
২০. দু'ঈদ ও জানাজার তকবিরসমূহে ,
২১. মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থ করার সময়,
২২. শাবান মাসে,
২৩. পবিত্র কাবা ঘরে দৃষ্টি পড়লে,
২৪. সাফা-মারওয়া পাহাড়ের উপরে,
২৫. হজ্জ ও ওমরার তলবিয়ার পর,
২৬. হাজরে আসওয়াদে চুমু দেয়ার সময়,
২৭. মুলতাজিমে ধরার সময়,
২৮. আরাফার দিন সন্ধ্যায়,
২৯. মসজিদে খায়েফে,
৩০. মসজিদে নববিতে,
৩১. মদিনা মুনাওয়ারার প্রতি প্রথম দৃষ্টি পড়ার সময়
৩২. রওজা মোবারক জেয়ারতের সময়
৩৩. রওজা থেকে বিদায় নেওয়ার সময়,
৩৪. প্রিয়নবীর নিদর্শন ও স্মৃতিসমূহ প্রত্যক্ষ করার সময়, তাঁর দাঁড়ানো ও অবস্থান করা ইত্যাদির স্থান যেমন বদর, উহুদ ইত্যাদি।
৩৫. পশু জবেহ করার সময়,
৩৬. ক্রয়-বিক্রয়ের সময়,
৩৭. ওসিয়তনামা লেখার সময়,
৩৮. বিয়ের খোতবা পাঠ করার সময়,
৩৯. দিনের শুরু ও শেষে,



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

৪০. নিদ্রা যাওয়ার সময়,
৪১. সফরের সময়,
৪২. যানবাহনের উপর ও অবস্থানের সময়,
৪৩. ঘুম কম হলে বা না আসলে,
৪৪. বাজারে যাওয়ার সময়,
৪৫. দাওয়াতে যাওয়ার সময়,
৪৫. কাউকে আহবান করা বা আওয়াজ দেওয়ার সময়,
৪৬. ঘরে প্রবেশের সময়,
৪৭. চিঠিপত্র খোলার সময়,
৪৮. বিসমিল্লাহ পড়ার পর,
৪৯. পেরেশানি, বালা মুসিবত ও অস্থিরতার সময়,
৫০. কঠোরতার সময়,
৫০.আর্থিক সংকটের সময়,
৫১. পানিতে ডুবে যাওয়ার সময়,
৫২. দুর্ভিক্ষ ও মহামারির সময়,
৫৩. দোয়ার শুরুতে, মধ্যে ও শেষে,
৫৪. কানে শব্দ হলে,
৫৫. পা অবশ বা অচল হয়ে গেলে,
৫৬. পিপাসা লাগলে,
৫৭. হাঁচি আসার সময়,
৫৭. কোনো কিছু ভূলে গেলে,
৫৮. কোনো কিছু ভালো লাগলে,
৫৯. খাবারের সময়,
৬০. গাধার শব্দ শোনার সময়,



৬১. গুনাহ থেকে তাওবার সময়,
৬২. কোনো কিছুর প্রয়োজনের সময়,
৬৩. কর্জের অবস্থায়,
৬৩. সবসময় ও সর্বাবস্থায়,
৬৪. যখন কাউকে মিথ্যাপবাদ দেয়া হয়,
৬৫. পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষতের সময়,
৬৬. লোকসমাবেশ ও চলে যাওয়ার সময়,
৬৭. কুরআন করিম খতমের সময়,
৬৮. কুরআন হিফজের সময়,
৬৯. মজলিস থেকে উঠার সময়,
৭০. সমবেত হয়ে যিকিরের সময়,
৭০. সকল প্রকার আলোচনা শুরুর সময়,
৭১. প্রিয়নবীর আলোচনার সময়,
৭২. ইলমে দ্বীনের প্রচারের সময়,
৭৩. হাদিস শরিফ পড়ার সময়,
৭৩. ফতোয়া প্রদানের ক্ষেত্রে,
৭৪. ওয়াজ নসিহতের সময়,
৭৫. প্রিয়নবী ﷺ-র নাম নেয়ার সময়,
৭৬. শোনা ও লেখার সময়,
৭৭. দরূদের সওয়াব লেখার সময়
৭৮. দরূদ শরিফ পড়ার সময় এবং
৭৯. অলসতার শাস্তির সময়।[২২]

---

[২২] ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ আবদুর রাহমান সাখাবি, আল কাওলুল বদী', পৃ. ৮৭-৮৮।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

চল্লিশটি মর্যাদাপূর্ণ দরূদ

১. দরূদে ইব্রাহিমি

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনও ওয়া 'আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লায়তা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলে ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।*

ফযিলত: এ দরূদ সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ।[২৩]

২. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াত লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আনযিলহুল মাক্বা'আদাল মুক্বাররাবা 'ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ।*

ফযিলত: যে ব্যক্তি এ দরূদ পড়বে তার জন্য হুযুরের জেয়ারত ওয়াজিব হবে।[২৪]

---

[২৩] বুখারি শরিফ, ১ম খন্ড, ৪৭৭, হাদিস নং- ৩৩৭০।



৩. প্রিয় নবীর জিয়ারত লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَرْوَاحِ وَ صَلِّ عَلٰى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِى الْاَجْسَادِ وَ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِى الْقُبُوْرِ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সালি 'আলা রূহে মুহাম্মাদিন ফীল আরওয়াহে, ওয়া সাল্লে 'আলা জাসাদে মুহাম্মাদিন ফীল আজসাদ, ওয়া সাল্লি 'আলা কাবরে মুহাম্মাদিন ফিল কুবুর।*

ফযিলত: আল্লামা সাখাবি দূররে মুনাযযাম কিতাবের সূত্রে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এ দরূদ শরিফ পাঠ করবেন তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দর্শন করে ধন্য হবেন। তিনি তাঁর সুপারিশ লাভ করবেন এবং হাওযে কাউছারের পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণে সক্ষম হবেন। দোযখের আগুনের উপর তার দেহ হারাম হবে।[২৫]

৪. দান করার সওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُوْلِكَ، وَ صَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ-

*আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন 'আবদিকা ওয়ারাসূলিকা ওয়া সাল্লি 'আলাল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাতে ওয়াল ওয়াল মুসলেমাতে।*

---

[২৪] আহমদ, মুসনাদ, ৪: ১০৮, তাবরানি, আল-মু'জামুল কবির, ৫: ২৫-২৬, আল-মুজামুল আওসাত, ৩: ৪৫৬, হা. নং-৩২৯৭, হায়সমি, মাজমাউজ যাওয়ায়িদ, ১০: ১৬৩, আত-তারগিব ওয়াত তারহিব, ২: ৫০২-৫০৩।

[২৫] আল কাওলুল বদি, পৃ.৫২, ফদলুস সালাওয়াত, পৃ. ১৫৮।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

**ফযিলত:** হযরত আবু সাইদ খুদরি (র.) বলেন, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোন মুসলমানের কাছে যদি দান করার কিছুই না থাকে তবে তার উচিত দোয়ার মধ্যে এ দরূদ শরিফ পড়ে তাহলে এ দরূদ তার জন্য যাকাত স্বরূপ হবে।[২৬]

**৫. মসজিদে আসা-যাওয়ার দরূদ শরীফ**

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ-

*বাংলা উচ্চারণ: বিসমিল্লাহে আল্লাহুমা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদ।*

**ফযিলত:** আমাদের প্রিয় নবী (দ.) যখন মসজিদে যেতেন কিংবা মসজিদ হতে বের হতেন, তখন তিনি এ দরূদ শরিফ পাঠ করতেন।[২৭]

**৬. পরিপূর্ণ দরূদ শরিফ**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়ালা 'আলে মুহাম্মাদ।*

**ফযিলত:** হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় বলেছেন, তোমরা অসম্পূর্ণ দরূদ পড়ো না, সাহাবায়ে কেরাম পরিপূর্ণ দরূদ কোন্‌টি জিজ্ঞাসা করলে তিনি উক্ত দরূদ শরিফ শিক্ষা দেন।[২৮]

---

[২৬] ইবনে হিব্বান, ৯০৩, কাউলুল বদি', ১২৭।
[২৭] জরিয়াতুল ওয়াসূল ইলা জনাবির রাসূল (দ.), পৃ. ৫৫।
[২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।



**৭. দোযখ থেকে মুক্তি**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اله وَسَلِّمْ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদানিন নবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া 'আলা আলিহি ওয়াসাল্লিম।*

**ফযিলত:** হযরত খাল্লাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জুমার দিন এ দরূদ শরিফ ১০০০ বার পড়তেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর খাটিয়ার নীচ থেকে একটি কাগজ পাওয়া যায়, যাতে একথা লেখা ছিলো যে, এটা খাল্লাদ বিন কাসিরের জন্য দোযখ থেকে মুক্তির পরওয়ানা।[২৯]

**৮. জান্নাতে ঠিকানা**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلَيْهِ السَّلَامِ –

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদানিন নবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া 'আলায়হিস সালাম।*

**ফযিলত:** জুমার দিন এ দরূদ শরিফ পাঠ কারীকে মৃত্যুর পূর্বেই জান্নাতে তাঁর ঠিকানা দেখানো হয়।[৩০]

**৯. আশি বছরের ইবাদতের সওয়াব**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اله وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا-

---

[২৯] জরিয়াতুল ওয়াসূল ইলা জনাবির রাসূল (দ.), পৃ. ১৮২।
[৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন নবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া 'আলা আলিহি ওয়াসাল্লিম তাসলিমা।*

**ফযিলত:** হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আমার উপর দরূদ পাঠ করা হলো পুলসিরাত অতিক্রম কালের নূর। যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর আশিবার দরূদ পাঠ করবে, তার আশি বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।[৩১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি শুক্রবার আছরের নামাজের পর একই স্থানে বসে এ দরূদ শরীফ ৮০ বার পাঠ করবে তার ৮০ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে ও ৮০ বছরের ইবাদতের সওয়াব তার আমলনামায় লেখা হবে।[৩২]

**১০. পেরেশানি দুর হবে**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ صَلَاةً تُحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَتُفَكُّ بِهَا الْكُرَبُ –

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন নবিয়্যিল উম্মিয়্যিত তাহেরিয যাকিয়্যে, সালাতান তুহাল্লু বিহিল 'উকাদু ওয়া তুফাক্কু বিহাল কুরাব।*

---

[৩১] কানযুল উম্মাল, ১: ৭৫০, হা. ন- ২১৪৯, আল-ফিরদাউস বেমাসূরিল খেতাব, ২:৪০৮, হা. ন. ৩৮১৩।

[৩২] আলকাওলুল বদি', পৃ. ১৮১, ফাযায়েলে দরূদ, পৃ. ৩৮।



ফযিলত: এ দরূদ শরিফ পাঠ করলে অন্তর আলোকিত হয়, বক্ষ প্রসারিত হয়, উদ্দেশ্য সাধন হয় এবং মনের দুঃখ দূর হয় এবং তার সকল পেরেশানি দূর হয়।[৩৩]

**১১. মাগফেরাতের উসিলা**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُوْنَ وَ كُلَّمَا غَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُوْنَ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কুল্লামা জাকারাহুজ জাকেরীন ওয়া কুল্লামা গাফালা 'আন জিক্‌রিহিল গাফেলুন।*

ফযিলত: ইমাম ইসমাইল বিন ইব্রাহিম মুযনি হযরত ইমাম শাফেয়িকে স্বপ্নে দেখেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন? তিনি উত্তর দেন। এ দরূদ শরিফের বরকতে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং সম্মান সহকারে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।[৩৪]

**১২. ঈমানের হেফাযত**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِكَ-

---

[৩৩] জযবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব, পৃ. ৩৯৪, জরিয়াতুল ওয়াসূল, পৃ. ১১৪, আস্‌সায়ের ওয়াল মাসায়ি', পৃ. ১৪১।

[৩৪] সাখাভি, আল কাওলুল বদি পৃ.৩৭৯, আননুমাইরি, আল ইলামু বিফযলিস সালাতি আলান্নাবি সালল্লালল্লাহু আলায়হি ওয়াসালল্লাম, পৃ.১৬৬-১৭৭, ইবনে বাশকুয়াল, আল কুরবাতু ইলা রাব্বিল আলামিন বিসসালাতি আলান্নাবি সাইয়্যিদিল মুরসালিন, পৃ.১২৯-১৩০।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলে মুহাম্মাদিন সালাতান দায়েমাতান বেদাওয়ামিকা।*

**ফযিলত:** যে ব্যক্তি দিনে ৫০ বার এবং রাতে ৫০ বার এ দরূদ শরিফ পড়বে তাহলে তার ঈমান হেফাজতে থাকবে।[৩৫]

**১৩. হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মুবারক জেয়ারত**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تَكُوْنُ لَكَ رِضًا وَلِحَقِّهٖ اَدَاءً-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সালাতান তাকুনু লাকা রিদ্বান ওয়া লেহাক্কিহি আদ-আন।*

ফযিলত: যে ব্যক্তি ফজর ও মাগরিবের নামাজের পর ৩৩ বার করে এ দরূদ শরিফ পড়বে তাহলে সে ব্যক্তির কবর এবং রওযা আকদাসের মধ্যখানে একটি জানালা খোলে দেয়া হবে এবং সেই জানালা দিয়ে রওযা মোবারকের শান্তি ও জিয়ারত তার নসিব হবে।[৩৬]

**১৪. সবচেয়ে বেশী সওয়াবের দরূদ**

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَسَلَّمَ-

*বাংলা উচ্চারণ: সাল্লাল্লাহু 'আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন ওয়ালিহি ওয়াসাল্লিম।*

---

[৩৫] আল কাওলুল বদি পৃ.৪৬৬।
[৩৬] জরিয়াতুল ওয়াসূল ইলা জনাবির রাসূল (দ.), পৃ. ১৫৩



**ফযিলত:** এ দরূদ শরিফটি পড়তে ছোট কিন্তু এর সওয়াব সবচেয়ে বেশী, যে ব্যক্তি ৫০০ বার এ দরূদ শরিফ পাঠ করবে, সে কখনো পরমুখাপেক্ষী হবে না।[৩৭]

**১৫. প্রত্যেক রোগের শেফা**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَّ دَوَاءٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন বে'আদাদে কুল্লে দায়িন ওয়া দাওয়ায়িন ওয়া বারিক ওয়াসাল্লিম।*

**ফযিলত:** প্রত্যেক প্রকারের ব্যথা ও রোগমুক্তির জন্য পূর্বাপর এ দরূদ শরিফ পড়বেন এবং মধ্যখানে বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতেহা পড়ে দম করবেন।[৩৮]

**১৬. কর্জ পরিশোধ**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া'আলা আলিহি ওয়াবারিক ওয়াসাল্লিম।*

**ফযিলত:** জোহরের নামাযের পর এ দরূদ শরিফ ১০০ বার পাঠ কারীর তিনটি উপকার হবে: ক. কখনো ঋণগ্রস্থ হবে না। খ. যদি ঋণ থাকে তাহলে ঋণ মুক্ত হবে। গ. কিয়ামতের ময়দানে তার কোনো হিসাব হবে না।[৩৯]

---

[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩।
[৩৮] জরিয়াতুল ওয়াসূল, পৃ. ১৬০।
[৩৯] জরিয়াতুল ওয়াসূল, পৃ. ১৬২।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.co

**১৭. প্রিয় নবীর জেয়ারত লাভ**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِه وَسَلِّمْ–

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে ‘আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন নবিয়্যিল উম্মিয়্যে ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লিম।*

**ফযিলত:** যে ব্যক্তি জুমার দিন ১০০০ বার এ দরূদ শরিফ পড়বেন স্বপ্নে তার প্রিয় নবীর জেয়ারত নসিব হবে। পাঁচ/সাত জুমা এ আমল করবেন।[৪০]

**১৮. জান্নাতের ফল**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ–

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে ‘আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ‘আবদিকা ওয়া ‘আলা আলে মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।*

যে ব্যক্তি দৈনিক এ দরূদ শরিফ পড়বে তিনি জান্নাতের বিশেষ ফল খেতে পারবেন।[৪১]

**১৯. হাজার দিন পর্যন্ত সওয়াব**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّجَزَاهُ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهٗ–

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে ‘আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া জাযাহু ‘আন্না মা হুয়া আহলুহু।*

---

[৪০] প্রাগুক্ত।

[৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।



**ফযিলত:** হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি এ দরূদ শরিফ পড়বেন, সওয়াব লেখক সত্তর ফেরেস্তা ১০০০ দিন পর্যন্ত এর সওয়াব লিখতে থাকবে।[৪২]

**২০. সকল দরূদের সমান সওয়াব**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ ذَرَّةٍ اَلْفَ اَلْفِ مَرَّةٍ– وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَ سَلِّمْ–

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে ‘আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন বে‘আদাদে কুল্লে যাররাতিন আলফা আলফা মাররাতিন ওয়ালা আলিহি ওসাহবিহি ওয়াসালিল্লম।*

**ফযিলত:** এ দরূদ শরিফ পড়লে আমাদের প্রিয় নবী ﷺ'র উপর সমস্ত দরূদ শরিফ পড়ার সমান সওয়াব পাবেন।[৪৩]

**২১. আরশ আজিমের সমান সওয়াব**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مِلْأَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْأَ الْأَرْضِ وَمِلْأَ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ–

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে ‘আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন মিলআস সামাওয়াতি ওয়া মিলআল আরদ্বে ওয়া মিলআল ‘আরশিল ‘আজীম।*

---

[৪২] মাজমাউজ যাওয়ায়েদ, পৃ. ১০:২৫৪, হা. ন- ১৭৩০৫, আল কাওলুল বদি' পৃ. ১১৮, তাবরানি, আল-আওসাত, ২৩৫।

[৪৩] আল কাওলুল বদি' পৃ. ১৯, জজবুল কুলুব, ৩৯২।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

**ফযিলত:** এ দরূদ শরিফ পাঠকারিকে আসমান-জমিন এবং আরশ আজিমের সমপরিমাণ সওয়াব দান করা হবে।[৪৪]

### ২২. ইহকাল ও পরকালের বরকত লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَسَلِّمْ بِعَدَدِمَا فِيْ جَمِيْعِ الْقُرْاٰنِ حَرْفًا حَرْفًا وَ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ اَلْفًا اَلْفًا-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লিম বে'আদাদে মা ফী জামীয়িল কুরআনে হারফান হারফান ওয়াবে 'আদাদে কুল্লে হারফিন আলফান আলফা।*

**ফযিলত:** ইহকালীন ও পরকালীন বরকত লাভের জন্য নিজের অন্যান্য ওয়াজিফা ও আমলের শেষে এ দরূদও পড়বেন।[৪৫]

### ২৩. চেহারা হবে চাঁদের ন্যায় নূরানী

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ حَتّٰى لاَ يَبْقٰى مِنْ بَرَكَاتِكَ شَيْئٌ وَّارْحَمِ النَّبِيَّ حَتّٰى لاَ يَبْقٰى مِنْ رَّحْمَتِكَ شَيْئٌ وَّسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ حَتّٰى لاَ يَبْقٰى مِنْ سَلاَمِكَ شَيْئٌ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন হাত্তা লা ইয়াবক্বা মিন সালাওয়াতিকা শাইয়ুন ওয়া বারিক 'আলান নবিয়্যে মুহাম্মাদিন হাত্তা লা ইয়াবকা মিন বারাকাতিকা শাইয়ুন, ওয়া সাল্লিম আলান নবীয়্যে মুহাম্মাদিন হাত্তা লা ইয়াবকা মিন সালামিকা শাইয়ুন।*

**ফযিলত:** প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ দরূদ শরিফ পাঠকারীর চেহারা পুলসেরাত পার হওয়ার সময় চাঁদের চেয়েও উজ্জল হবে।[৪৬]

### ২৪. কামেল দরূদ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَيْهِ كَمَا يَنْبَغِيْ اَنْ يُّصَلّٰى عَلَيْهِ-

*আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা আমারতানা আন নুসাল্লী 'আলায়হি ওয়া সাল্লি 'আলায়হি কামা ইয়ামবাগী আন ইয়ুসাল্লী আলায়হি।*

**ফযিলত:** হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি পরিপূর্ণ দরূদ জানতে চাইলে তিনি তাঁকে এ দরূদ শরিফ দান করেন।[৪৭]

### ২৫. বিশেষ নৈকট্য লাভের মাধ্যম

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ-

---

[৪৪] জরিয়াতুল ওয়াসূল, পৃ. ১৮২।
[৪৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।
[৪৬] আল কাওলুল বদি পৃ. ১১৩।
[৪৭] জরিয়াতুল ওয়াসূল ইলা জনাবির রাসূল (দ.), পৃ.৪৪।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদ্বা লাহু।*

**ফযিলত:** রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এক ব্যক্তিকে তাঁর এবং সিদ্দিকে আকবরের মধ্যখানে বসালেন। সাহাবায়ে কেরাম ঐ লোকের এ মর্যাদা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। তখন তিনি বললেন, এ লোকটি আমার উপর উপরিউক্ত দরূদ শরিফ পড়তো।[৪৮]

**২৬. দোয়া কবুল হয়**

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّارْضَ عَنْهُ رِضًى لَا سَخَطَ بَعْدَهُ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা রাব্বা হাজিহিদ দাওয়াতিত তা-ম্মাতি ওয়াস সালাতিল কায়েমাতি সাল্লে আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আরদা আনহু রেদ্বান লা সাখাতা বা'দাহু।*

**ফযিলত:** যে ব্যক্তি আযানের সময় এ দরূদ পড়বে আল্লাহু তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করবেন।[৪৯]

**২৭. মাগফেরাতের মাধ্যম**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ-

---

[৪৮] প্রাগুক্ত, পৃ.৫০।
[৪৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩।



*আলহামদু লিল্লাহে 'আনা কুল্লে হালিন ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আহলে বায়তিহি।*

**ফযিলত:** যে ব্যক্তি হাঁচি আসার সময় এ দরূদ পড়বে তখন এর বদৌলতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটি পাখি সৃষ্টি হবে যে আরশের নীচে উড়তে থাকবে এবং নিবেদন করবে- 'এ দরূদ শরিফ পাঠকারীকে ক্ষমা করে দাও।[৫০]

**২৮. তাবেয়িনদের দরূদ**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰبِيْنَا اِبْرَاهِيْمَ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আবীনা ইবরাহীম।*

**ফযিলত:** হযরত সুফিয়ান বিন উআইনা বলেন, আমি সত্তর বছরেরও অধিক সময় তাবেয়িন হযরতদেরকে তাওয়াফের সময় এ দরূদ পাঠ করতে শুনেছি।[৫১]

**২৯. কঠিন সমস্যার সমাধান**

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهُ وَمُسْتَحِقُّهُ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা হুয়া আহলুহু ওয়া মুস্তাহিক্কুহু।*

---

[৫০] প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৮।
[৫১] জরিয়াতুল ওয়াসূল ইলা জনাবির রাসূল (দ.), পৃ. ১০০।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.co

**ফযিলত:** যে ব্যক্তি যেকোনো কঠিন সমস্যায় পতিত হয়, সে একাকী অযু সহকারে উক্ত দরূদ শরিফ ১০০০ বার এবং কালেমা তৈয়বা ১০০০ বার পড়ে আন্তরিকভাবে দোয়া করে ইনশাআল্লাহ সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।[৫২]

### ৩০. দশ হাজার দরূদ শরিফের সওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আফদালা সালাওয়াতিক।*

**ফযিলত:** এ দরূদ শরিফ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, এটা একবার পাঠ করা অন্যান্য দরূদ দশ হাজার বার পড়ার সমান।[৫৩]

### ৩১. এক হাজার দিনের সওয়াব

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّجَزَاهُ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ-

*বাংলা উচ্চারণ: সাল্লাল্লাহু 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া জাযাহু 'আন্না মা হুয়া আহলুহু।*

**ফযিলত:** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি এ দরূদ শরিফ একবার পাঠ করবে তার জন্য ১০০০ দিন পর্যন্ত সত্তর জন ফেরেস্তা এর সওয়াব লেখতে থাকবে।[৫৪]

---

[৫২] আল কাওলুল বদি, পৃ. ১৪৩।
[৫৩] জরিয়াতুল ওয়াসূল , ১৫০।



### ৩২. আশি বছরের গুনাহ মাফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা মুহাম্মাদিন 'আবদিকা ওয়া রাসূলিকান নবিয়্যিল উম্মিয়্যি।*

**ফযিলত:** হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ৮০ বার এ দরূদ শরিফ পড়বে আল্লাহু তায়ালা তার আশি বছরের গুনাহ মাফ করে দিবেন।[৫৫]

### ৩৩. সন্তানদের সম্মান অর্জন

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِ الْعَالَمِيْنَ حَبِيْبِكَ مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ صَلٰوةً اَنْتَ لَهَا اَهْلٌ وَّبَارِكْ وَ سَلِّمْ كَذٰلِكَ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সাইয়্যেদিল 'আলামীনা হাবীবিকা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি সালাওয়াতান আনতা লাহা আহলুন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম কাজালিক।*

**ফযিলত:** যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা এ দরূদ শরিফ লাগাতার পড়বে, এর বরকতে আল্লাহু তায়ালা তার সন্তানদের ইজ্জত দান করবেন।[৫৬]

---

[৫৪] কানযুল উম্মাল, ২: ৩৮৫, হা. নং ৩৯৮১।
[৫৫] ইবনুল জাওযি, আল-ইলালুল মুতানাহিয়্যাহ, ১: ৪৬৪, ইরাকি, তাখরিজ আহাদিসি ইহইয়াউ উলূমিদ্দিন, ২: ৪৯, খতিব বাগদাদি, তারিখে বাগদাদ, ১৩: ৪৮৯, আজালূনি, কাশফুল খাফা, ১: ১৬৭।
[৫৬] জরিয়াতুল ওয়াসূল, পৃ. ১৬৬।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.co

### ৩৪. জান্নাতে নিজের স্থান দেখা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَلْفَ اَلْفَ مَرَّةٍ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহি আলফা আলফা মাররাহ।*

**ফযিলত:** যে ব্যক্তি জুমার দিন ১০০০ বার এ দরূদ শরিফ পড়বে তখন পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুর পূর্বে সে জান্নাতে তার স্থান না দেখবে।[৫৭]

### ৩৫. অগণিত সওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ ذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিন নবীয়্যে ওয়া আযওয়াজিহি উম্মাহাতিল মুমেনীনা ওয়া জুররিয়াতিহি ওয়া আহলে বায়তিহি কামা সাল্লায়তা 'আলা ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজিদ।*

**ফযিলত:** হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি চায় তার পঠিত দরূদের সওয়াব বড় দাঁড়ি পাল্লায় মাপা হোক অর্থাৎ বেশি সওয়াব অর্জিত হোক তাহলে তার উচিত এ দরূদ শরীফ পড়া।[৫৮]

---

[৫৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

[৫৮] আবু দাউদ, আস-সুনান, ১: ৩২৩, হা. ন-৯৮২।



### ৩৬. সদকার স্থলাভিষিক্ত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، وَ صَلِّ عَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন 'আবদিক ওয়া রাসূলিকা ওয়া সাল্লে 'আলাল মুমেনিনা ওয়াল মুমেনাত ওয়াল মুসলেমীনা ওয়াল মুসলেমাতি।*

**ফযিলত:** হযরত আবু সাইদ খুদরি হতে বর্ণিত। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের যার কাছে সাদকা নেই সে তার দোয়ার মধ্যে এ দরূদ পড়বে। তাহলে এটা তার জন্য যাকাত হয়ে যাবে।[৫৯]

### ৩৭. হাওজে কাউছারের পানি পান

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَوْلَادِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَصْهَارِهٖ وَاَنْصَارِهٖ وَاَشْيَاعِهٖ وَ مُحِبِّيْهِ وَاُمَّتِهٖ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِيْنَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আওলাদিহি ওয়া আযওয়াজিহি*

---

[৫৯] মুসতাদরাক, ৪:১৩০, আল ফেরদাউস বেমাসূরিল খেতাব, হা. ন.১৩৯৫, আবু ইয়ালা, মুসনাদ, হা. ন. ১৩৯৭।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

*ওয়া জুররিয়াতিহি ওয়া আহলে বায়তিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া আনসারিহি ওয়া আশইয়া'য়িহি ওয়া মুহিব্বী-হি ওয়া উম্মাতিহি ওয়া 'আলায়না মা'আহুম আজমাঈন ইয়া আরহামার রাহেমীন।*

**ফযিলত:** হযরত হাসান বসরি বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউজে কাউছার থেকে পূর্ণ পিয়ালায় পানি পানের বাসনা করে তিনি যেন সর্বদা এ দরূদ শরিফ পড়েন।[৬০]

### ৩৮. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জিয়ারত লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهُ- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهُ-

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা আমারতানা আন নুসাল্লী 'আলায়হি, আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা মুহাম্মদিন কামা হুয়া আহলুহু, আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদ্বা লাহু।*

**ফযিলত:** যে ব্যক্তি স্বপ্নে প্রিয় নবীর দর্শন লাভ করতে চায়, যে যেন এ দরূদ শরিফ পড়ে।[৬১]

---

[৬০] আল-কাওলুল বদি', পৃ. ৫৫-৫৬, কাযি আয়ায, ২: ১৬৭।
[৬১] আল-কাওলুল বদি', পৃ. ৫৬।



### ৩৯. উত্তম দরূদ শরিফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي اَوَّلِ كَلَامِنَا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي اَوْسَطِ كَلَامِنَا، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي اٰخِرِ كَلَامِنَا –

*বাংলা উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা মুহাম্মাদিন ফি আউয়ালে কালামিনা, আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আলা মুহাম্মাদিন ফি আওসাতে কালামিনা, আল্লাহুম্মা সাল্লে 'আনা মুহাম্মাদিন ফি আখেরে কালামিনা।*

**ফযিলত:** শায়খ আবু আব্দুল্লাহ বিন নুমান রাহমাতুল্লাহে আলাইহি'র একশত বার রাসূলে করিম ﷺ এর দর্শন লাভ হয়, শেষ বার তিনি তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ দরূদ কোন্‌টি জানতে চাইলে তিনি এ দরূদ শরিফটি শিক্ষা দেন।[৬২]

### ৪০. সত্তর ফেরেস্তার ইস্তেগফার

جَزَاي اللّٰهُ عَنَّا سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما هُوَ اَهْلُه_

*বাংলা উচ্চারণ: জাজাল্লাহু তায়ালা 'আন্না মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামা মা হুয়া আহলুহু।*

**ফযিলত:** হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ একবার পাঠ করবে সত্তরজন ফেরেস্তা এর সওয়াব একহাজার দিন পর্যন্ত লিখতে থাকবে।[৬৩]

---

[৬২] প্রাগুক্ত, পৃ.৬৯।
[৬৩] মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০: ২৫৪, হা. ন-১৭৩০৫, ফাযায়েলে দরূদ পৃ. ৪৪, ।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.co

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরিফ পড়বে, সত্তর হাজার ফেরেস্তা এক হাজার দিন পর্যন্ত তার জন্য ইস্তেগফার পড়তে থাকবে।[৬৪]

**উপসংহার:** উপরে যে দরূদ শরীফগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ, ফযিলতপূর্ণ ও বরকতময়। এগুলো পাঠে যেমন আল্লাহ ও তার হাবিবের সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জিত হবে তেমনি ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ অর্জিত হবে।

সমাপ্ত

প্রাপ্তিস্থান
**মুহাম্মদী কুতুবখানা**
শাহী জামে মসজিদ (২য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ.৪০।



Sunnipedia.blogspot.com ★ Sunni-Encyclopedia.blogspot.c

## ড. এ.এস.এম ইউসুফ জিলানী রচিত প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য কিছু বইয়ের তালিকা

**ক. রদ্দে আহলে হাদিস ঃ**

১. প্রিয়নবী (দ.)'র নামায (হানাফি মত) ২. রাফয়ে ইদায়ন ৩. ঈদের নামাযের ছয় তকবির ৪. ইমামের পেছনে কিরাত ৫. বিতির নামাজ তিন রাকাত ৬. আমিন জোরে না আস্তে? ৭. আহলে হাদিস বাতিল ফিরকা।

**খ. রদ্দে ওয়াবিয়ত ঃ**

৮. জানাযার নামাজের পর দোয়া ৯. ওসিলার বিধান ১০. ছায়াহীন নবীর কায়া ১১. নিসবত ও তাজিম ১২. ইয়াজিদ কাফির ও মালাউন ১৩. নূরে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৪. প্রিয়নবী (দ.) হাজির ও নাজির ১৫. প্রিয় নবী (দ.)'র নাম মুবারাক শোনে আঙ্গুল চুম্বনের বিধান ১৬. আযানের আগে ও পরে সালাত-সালাম ১৭. সালাত-সালাম এবং শানে মুস্তফা (দ.)১৮. প্রিয় নবী (দ.)'র ইলমে গায়েব ১৯. নূর ও বশর ২০. ইলমে গায়বে মুস্তফা (দ.) ২১. ইসালে সওয়াবের বিধান ২২. সুন্নাত ও বিদআত ২৩. মাজার জিয়ারতের বিধান ২৪. মিলাদ ও কিয়াম ২৫. ঈদে মিলাদুন্নবী ও বিদআত।

**গ. শানে মুস্তফা**

২৬. সাইয়্যিদুল মুরসালিন (দ.) ২৭. রাহমাতুল্লিল আলামিন (দ.) ২৮. হায়াতুন্নবী (দ.) ২৯. প্রিয় নবী (দ.)'র মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৩০. প্রিয় নবী (দ.)'র অবমাননার শাস্তি ৩১. সৃষ্টিকুলের সেরা নবী যার সুবাসে সারাজাহান মতোয়ারা ৩২. জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী (দ.) ৩৩. হাকিকতে নূরে মুহাম্মাদি (দ.) ৩৪. মিরাজে রাসূল (দ.) ৩৫. মকামে মাহমুদ ৩৬. শামায়েলে মুস্তফা (দ.) ৩৭. খাসায়েসে মুস্তফা দ. ৩৮. মুজেযায়ে রাসূল (দ.)'র ৩৯. যিয়ারতে মুস্তফা (দ.) ৪০. মুহাব্বতে রাসূল (দ.) ৪১. যিকরে মুস্তফা (দ.) ৪২. শানে মুস্তফা (দ.) ৪৩. শাফায়াতে মুস্তফা (দ.)।

**ঘ. আহলে বায়ত**

৪৩. আহলে বায়তের মর্যাদা ৪৪. আওলাদে রাসূল (দ.) ৪৫. উম্মুহাতুল মুমিনিন (র.) ৪৬. হযরত সাইয়েদা ফাতিমা (র.) ৪৭. বেলায়তের সম্রাট হযরত আলী (র.) ৪৮. হাসনাইনে করীমাইনের মর্যাদা (র.)।

**ঙ. অন্যান্য**

৪৯. সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ৫০. খোলাফায়ে রাশেদিন ৫১. আশারায়ে মুবাশশেরা ৫২. মাযহাব ও তকলিদ ৫৩. ইমাম আবু হানিফা (র.) ৫৪. আলা হযরত (র.) ইমাম আহমদ রেযা খা বেরলভী (র.) ৫৫. হাদিসের আলোকে নামায ৫৬. আমলে জান্নাত ৫৭. তারাবিহ নামায ৫৮. রোযার ফাযায়েল ও দর্শন ৫৯. দোয়া ও দরূদ ৬০. ঐতিহাসিক হাররাহ ও এজিদবাহিনীর মদিনা লুণ্ঠনের ইতিহাস ৬১. অল্প আমলে অধিক নেকি ৬১. হজ্জ, ওমরা ও জিয়ারতে মুস্তফা (দ.) ৬২. ইসলামে অমুসলিমের অধিকার ৬৩. দরূদের ফযিলত ও চল্লিশটি মর্যাদাপূর্ণ দরূদ শরিফ ৬৪. ইসমে আজম ৬৪. শবে কদর ৬৫. শবে বরাত ৬৬. সূফি ও তাসাউফ ৭৭. ইসলাম ও আধুনিক আবিষ্কার ৭৮. আওরাদ ও ওয়াজায়েফ ৭৯. ইসলামী অনুশাসন পালনে হার্ট রোগমুক্তি ৮০. মাহে রমজানের ফযিলত ও আমল ৮১. ইসলাম সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ ৮২. ইসলাম ও মানবাধিকার ৮৩. জিহাদ ও সন্ত্রাস ৮৪. ইসলাম ও নারীর অধিকার ৮৫. আসমায়ে মুস্তফা (দ.) ৮৬. ইসমে আজম ৮৭. নামাযের পর সম্মিলিত দোয়া ও মুনাজাত ৮৮. নফল নামাজের ফজিলত ও নিয়ম ৮৯. নারী ও পুরুষের নামাযের পার্থক্য। ৯০. গাউছে আজম দস্তগীর (র.) ৯১. কুতুবুল আওলিয়া হযরত সৈয়দ আহমদ কবির রেফায়ি (র.) ৯২. হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ (র.) ৯৩. কুতুবে আলম হযরত জাহাঙ্গীর আশরাফ সিমনানি (র.) ৯৪. বিশ্বের বিরল ব্যক্তিত্ব শায়খ সৈয়দ ইউসুফ সৈয়দ হাশিম রেফায়ি (র.) ৯৫. প্রিয়নবী (দ.)'র নামে নাম রাখার ফযিলত ও বরকত ৯৬. আকায়েদে আহলে সুন্নাত ৯৭. দেওবন্দি মাযহাব ৯৮. শিয়া মতবাদ ৯৯. ফিতনায়ে আহলে হাদিস ১০০. যুগে যুগে বাতিল ফিরকা।

*প্রকাশনায় : ইসলামিক রিচার্স একাডেমি,* ১১/৭ ছায়াবিথী, সাভার, ঢাকা। ০১৮২৭৮৫৪৪৯২